মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলকনীতির পার্থক্য (Difference between fundamental rights and directive principles of state policy)

FUNDAMENTAL RIGHTS	DIRECTIVE PRINCIPLES
1. সংবিধানের III অধ্যায়ে (Part) বর্ণিত হয়েছে।	1. সংবিধানের IV অধ্যায়ে (Part) এ আছে।
2. সংবিধানের 12-35 ধারায় (Article) আলোচনা আছে।	2. সংবিধানের 36-51 ধারায় (Article) আলোচনা আছে।
3. মূলত নেতিবাচক (Negative)	3. মূলত ইতিবাচক (Positive)
4. মৌলিক অধিকারগুলি mandatory	4. নির্দেশমূলক নীতিগুলি Optional
5. প্রকৃতিগতভাবে এর পরিধি সীমিত (limited)	5. প্রকৃতিগত ভাবে এই নীতি ব্যাপক ও বিস্তৃত (broad)।
6. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।	6. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।
7. রাজনৈতিক গণতন্ত্র (political democracy) প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য।	7. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (welfare state) প্রতিষ্ঠাই এর মূল উদ্দেশ্য।
8.	8.

Scanned with CamScanner

৪.১৪ ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিসমূহ Directive Principles of State Policy as embodied in the Constitution of India

গণতন্ত্রকে প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ কতকগুলি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, গণতন্ত্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৮-৫১ নং ধারাগুলিতে কতকগুলি রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **ড. বি. আর. আম্বেদকর** মন্তব্য করেন, "আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং একই সঙ্গে আমরা চাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা" (**"While we have**

Scanned with CamScanner

established political democracy, it is also the desire that we should lay down as our ideal economic democracy.")।

প্রকৃতি ঃ রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির ধারণাটি মূলত **আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে** গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, **রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়,** কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলি মৌলিক রূপে গণ্য হবে এবং আইন প্রণয়নের সময় এগুলিকে প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। **স্যার আইভর জেনিংসের** (Ivor Jennings) মতে, জওহরলাল নেহেরু, আম্বেদকর প্রমুখের দ্বারা অনুসৃত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শটি রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির উৎস হিসাবে কাজ করেছে। অধ্যাপক **জে. সি. জোহারি** (J. C. Johari) প্রায় একই সুরে বলেন যে, "নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে গান্ধিবাদী আদর্শের স্পর্শযুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দর্শন" ("The Directive principles of State Policy...underline the philosophy of democratic socialism with a touch of Gandhian idealism.")।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিক অধিকারের সঙ্গে পার্থক্য

Characteristics of the Directive Principles of State Policy and its difference from the Fundamental Rights

নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির পার্থক্য জানা দরকার।

প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি **বলবৎযোগ্য নয়।** নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের প্রতি সাধারণ নির্দেশমাত্র। এই নির্দেশগুলি রূপায়ণে সচেষ্ট না হলেও আইনপ্রণেতা ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারগুলি সরকারের কার্যকলাপের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করে, তাই এগুলি **নেতিবাচক।** অপরপক্ষে নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাষ্ট্র কী কী কার্য করবে, কোন্ কোন্ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়, তাই এগুলি **ইতিবাচক।**

তৃতীয়ত, **মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে মৌলিক অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নির্দেশমূলক নীতিটি বাতিল হয়ে যায়।** তবে ১৯৭৬ সালে প্রণীত ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারগুলির ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয় যে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কার্যকর করার জন্য যদি আইন পাশ করা হয়, তবে সেটি সংবিধান বর্ণিত সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করলেও অবৈধ বলে ঘোষিত হবে না।

চতুর্থত, মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ বা কার্যকর করার জন্য কোনো পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চমত, সংবিধানের ১৩ (২) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না, করলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো আইন যদি নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী হয় তাহলে সেই আইনকে বাতিল করা যাবে না।

ষষ্ঠত, **উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।** মৌলিক অধিকারসমূহের লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, অপরদিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণকর সমাজ গঠন। অন্যভাবে বলা যায়, মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি প্রধানত রাজনৈতিক ; অপরদিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি প্রধানত অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

সপ্তমত, কেউ কেউ বলেন, মৌলিক অধিকারগুলি **মূলত স্থিতিশীল।** সংবিধান প্রবর্তনের পর থেকে অদ্যাবধি মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে কোনো সংযোজন হয়নি, বরং বিয়োজন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল **গতিশীল।** অবস্থার

Scanned with CamScanner

পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এই নীতিগুলি পরিবর্ধিত হতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে নতুন নীতির সংযোজন ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে চারটি নির্দেশমূলক নীতি সংযুক্ত হয়েছে।

উপসংহার :

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে আইনগত পার্থক্য যাইহোক না কেন, এদের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই, বরং **একে অপরের পরিপূরক।** উভয়েরই উদ্দেশ্য হল এমন একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। **মিনার্ভা মিলস্ বনাম ভারত সরকার মামলায় (১৯৮০)** সুপ্রিমকোর্ট অনুরূপ মন্তব্য করে। বলা হয়, "মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সংবিধানের বিবেক (conscience) স্বরূপ। এদের মধ্যে কোনো বিরোধ তো নেইই, উপরন্তু একে অপরের পরিপূরক। নির্দেশমূলক নীতিগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলে, আর মৌলিক অধিকারগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার উপায় নির্দেশ করে। এদের কোনোটিকেই বাদ দেওয়া যায় না।"

Scanned with CamScanner